পুব না পশ্চিম, ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান, ফুল বলে ধন্য আমি, না ফুলকলি রে ফুলক৯। আজকের প্যাঁচা৯ আমরা-ওরা নিয়ে।

তোমরা হলে কলুর বলদ আমরা বলি কাউ
আমরা হলাম এসেনশিয়াল তোমরা হলে ফাউ

আমরা-ওরার ছয় প্রকার

সিদ্ধার্থ সেন

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান

আমরা সব হারানো উদ্বাস্তুদের লড়াই-এর প্রতীক আর ওরা রক্তচোষা জমিদারের দল। বা আমরা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস— ঐতিহ্যের প্রতীক আর ওরা অনুপ্রবেশকারী গুন্ডা। বর্তমানে অবশ্য দুজনেই বিয়ার খাচ্ছি একই কর্পোরেট-এর ঘাটে। তা বলে কি আমরা জিতলে সেলিমপুর বিজয়গড়ে লাল হলুদ মশাল জ্বালাব না? না কি আমরা হারলে রাজবল্লভপাড়ায় অঘোষিত লোডশেডিং নামবে না? ডায়মন্ড সিস্টেমের পেটফাটা কমেডির উত্তরাধিকার আমাদের হাতে। ভুল উচ্চারণে ঢাকাই বাংলা বলার ভাঁড়ামো-ও আমাদেরই ঐতিহ্য। এত সহজে এ দ্বন্দ্ব যাবার না।

ফ্ল্যাট-বস্তি

আমরা কাজের মাসির খোঁজে ওদের মহল্লায় যাই বটে, কিন্তু হাইজিনটাকেও তো মাথায় রাখতে হবে! তাই ওদের বাচ্চা মেয়েটার পেট ফেটে গেলেও কখনও আমাদের বাথরুমে হিসি করতে দিই না। আমরা টেবিলে বসে খাই, ওদের মাটিতে বসতে দিই। সন্ধেবেলায় টিভি-তে 'বৌ কথা কও' দেখাটা অ্যালাউ করি বটে, তবে খাটে একদম-ই না। পাপোষে বসুক, বা নিজের বাড়ি থেকে চট নিয়ে আসুক। আর হ্যাঁ, সিরিয়াল শেষ হলে বসার জায়গাটা যেন ভাল করে মুছে দিয়ে যায়! আর এমনিতেই ওরা যা আনকালচার্ড! হাউজিং-এর রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যায় সারারাত ওদের বস্তির 'টুনির মা'-এর চিৎকারে আমাদের অনুষ্ঠানটাই মাটি।

সত্যজিত-ঋত্বিক

খুব ভয়াবহ দার্শনিক দ্বন্দ্ব। শিল্প কী ও কেন, এ সব ভারি ভারি ভাবনা জড়িয়ে আছে এর সাথে। আমাদের ভগবান বুকের রক্ত ছেনে শিল্প তৈরি করে, আর ওদের শয়তান প্রাইজলোভী ধান্দাবাজ। আমরা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দোলাচলকে নিপুণ সংযমে ক্যামেরাবন্দি করাকে বাহবা দিই, আর ওদের শুধুই দেশভাগ নিয়ে অগোছালো কাঁউ কাঁউ মেলোড্রামা। এক ক্যাম্প অভিযোগ তুলছে 'মদ খেয়ে দিনরাত গড়াগড়ি দিচ্ছে, প্রোডাকশন কস্ট-এর মা বাপ নেই, সংলাপ স্ক্রিপ্টে গুচ্ছ ভুল, এ দিকে প্রশ্ন তুললেই বলছে এই ডিসিপ্লিনের অভাবটাই হল সৃষ্টিশীলতা।' অন্য ক্যাম্প সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁক করে চেপে ধরে বলছে, 'আ বে, এত ডিসিপ্লিনড হয়েও তো কাঞ্চনজঙ্ঘার পরিচালক গোয়েন্দা গল্প নিয়ে সিনেমা বানায়, তাতে আবার জাতিস্মর ঢোকায়। কেন, না সিনেমা হিট করবে বলে! আর আমাদের দ্যাখ। বাজার খ্যাতি যশ — এ সবকে আমাদের ভগবান পোষা কুকুরের মতন পায়ে পায়ে নাচিয়ে বেড়িয়েছে।'

সিপিএম-তৃণমূল

এ পুরো ঢেঁকির দোল খাওয়া। এই আজকেই আমরা ২৩৫ হলে কাল নেমে যাব ৫০-এর নিচে। তখন 'ওরা' হয়ে যাবে 'আমরা', আর 'আমরা' হব 'ওরা'। আজ বলব 'আমরা মানুষের জন্যে শিল্প চাই আর ওরা চায় নৈরাজ্য'। কাল বলব 'আমরা গায়ের জোরে শিল্প বানাই না কিন্তু ওরা গুন্ডা লাগিয়ে জমি কেড়ে নেয়।' আজ বলা হবে 'ডু ইট নাও' আর আগামীকাল বলা হবে 'খাও খাও খাও'। আজকের আমরা যখন নন্দনে বিরোধী মতের ফিল্ম দেখাতে দেব না, তখন ওরা রাজপথ কাঁপিয়ে তুলবে প্রতিবাদী মিছিলে। আবার কাল 'ওরা' যখন 'আমরা' হয়ে বই ব্যান করবে, 'আমরা' তখন 'ওরা' হয়ে গণতন্ত্র বাঁচানোর হাডুডু খেলায় নামব। আর এই নিরন্তর রংবদল দেখে আমরা ম্যাংগো-পাবলিক সকরুণ আর্তনাদ ছাড়ব, 'দাদা, আমি কিন্তু হাসতে চেয়েছিলাম!'

প্রতিষ্ঠান-লিটল ম্যাগাজিন

উত্তরাধুনিক আঁতেলের স্টাডি করার প্রিয়তম সাবজেক্ট। আমরা হলাম জ্বলজ্বলে সমাজবিপ্লবের পতাকাধারী লিটল ম্যাগ গোষ্ঠী, আর ওই ঘৃণ্য ওরা হল বাজার-বদমাশ, এটাই কি দ্বন্দ্ব? হাঃ, দশে শূন্য পেলেন। এই আমাদের মধ্যেও লুকিয়ে আছে সহস্র ওরা। এই হাজার হাজার থিসিস অ্যান্টিথিসিসের ক্রমাগত ক্যালাকেলি, ফলে কে কেন্দ্র আর কে প্রান্ত ক্রমাগত গুলিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের লিটল ম্যাগ গোষ্ঠী হল ক্ষুধার্ত বিট, আর বাদ বাকি সকলে ধান্দাবাজ বিটকেল। আমরা সাচ্চা, আর ওদের মুখে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ভড়ং আছে বটে কিন্তু সুযোগ পেলেই 'পুরস্কারং দেহি' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আমাদের সক্কলে ওরহান পামুক, আর ওদেরগুলো খ্যাতিলোভী কামুক।

হিন্দু-মুসলমান

আমরা হিন্দু হবার কারণে আলাদা পয়েন্ট স্কোর করি না, কিন্তু ওরা সব্বাই 'মোল্লা' হওয়ার কারণে খেলায় আগে থেকেই গো-হারান হেরে বসে আছে। ওরা চারখানা করে বিয়ে করে, চার-দুকুনে আটখানা বাচ্চা করে, ওদের ঘর বাড়ি কি রকম নোংরা হয়, না? তার উপর, ম্যাগো ম্যা, খাটের উপর বসে না কি ভাত খায়! আবার কত বড় বেইমান, আমরা ওদের ক্ষমা ঘেন্না করে এই দেশে থাকতে দিয়েছি, তার বদলে কি না পাকিস্তান ইন্ডিয়াকে ক্রিকেটে হারালে ওরা টুইস্ট নাচের শোভাযাত্রা করে? তবে, হুঁ হুঁ বাবা, আমরা কিন্তু প্রগতিশীল! যতই ওদের বাড়ি ভাড়া দিতে অস্বীকার করি না কেন, গুজরাটে যখন ওদের গলায় টায়ার জড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, মিছিল বার করিনি? সূক্ষ্ম আপারকাট চলুক। ওদের জল খাবার জন্যে থাকুক আলাদা গ্লাস। তা বলে ধুমধাড়াক্কা ফাউল করলে তো খেলার মেজাজ-ই মাটি!

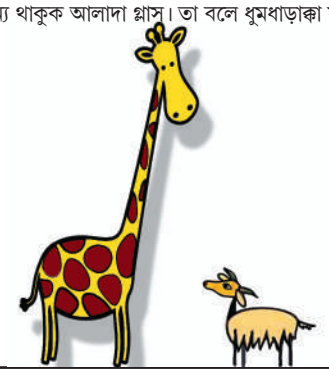

উন্নয়নে আমরা আছি অনসাইটের ঘ্যাম
জঙ্গিপনার ইউনিয়নে ওরাই চাক্কা জ্যাম
আমরাই তো যোগ্যতম — 'পাত্র চাই' কলামে
নমো, নেড়ে গুড় খেয়ে যায় তোষামোদের দামে
বাঁ তর্জনীর নীলকালি ছাপ ভোটোৎসবের ফিস্ট
আমরা, ওরা জংলি ও মাও, কাশ্মীর, নর্থ ইস্ট
আমরা থাকি পুত্রদারায় গুষ্টিসুখের প্রোমো
আর ওই ওরা ঘেন্নামোড়া হিজড়ে এবং হোমো

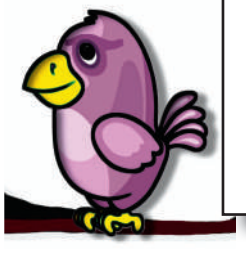

ছবি: শ্রীপর্ণা দে, সায়ন কর ভৌমিক

এলিট বনাম সাবঅলটার্ন

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

বড়কালী'র শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। একচল্লিশটা আলোকখচিত তোরণ, একশো আট ঢাকি, অঞ্চলের সব ক্লাবের ব্যান্ড, উদ্দাম হিন্দি গান মাইকে, আর, তাসা পার্টি। কুর্-কুর্-কুর্, কুর্-কুরা-কুর্। শরীরে যেন সাপিনীর হিলহিলে শিরশিরানি। সেই সন্ধে থেকে অপেক্ষা — কখন আসবে আমাদের পাড়ায়। তখন ছোট্টবেলা, পাড়ায় ঢুকলে বারান্দা থেকে স্যাট্ করে নেমে ভিড়ের মধ্যে একটু নেচে নেওয়া। শুরু থেকেই যে মাল খেয়ে টালমাটাল নাচতে নাচতে চলব, এমন লায়েক নই। তবে, যখন হলাম, সেই অবাধ্য আঠেরোয়, এমনকী আমার বাবাও আটকাতে পারেনি। ছোটলোকদের মতো, ছোটলোকদের সঙ্গে নাচতে নাচতে একদম ছোটলোক হয়ে গেলাম।

কে ছোটলোক? এই প্রশ্ন তখনও আসেনি। বাড়ি এবং পাড়ার গুরুজনরা বলছে, ওরা ছোটলোক, ওদের সঙ্গে মিশবি না,ব্যাস! তখনও 'কেন' বলার সাহস আসেনি। যখন নিষেধ করছে, শুনছি, আবার, সুযোগ পেলেই ওই ছোটলোকদের সঙ্গেই। অর্থাৎ, সাবভার্সান।

সেই ছোটলোকদের এখন নতুন নামকরণ হয়েছে। ভদ্রলোকরা বিদেশি ভাষায় নাম দিয়েছে — সাবঅলটার্ন। ছোটলোকরা জানে না। তবু ভদ্রলোকরা আরও ভদ্রতর হয়েছে বলে অমন বাহারি নাম রেখেছে। দেখবেন, খেয়াল করে, যে, 'ছোটলোক' শব্দটির ব্যবহার, ছাপার অক্ষরে প্রায় বিলীন। এ যেন সেই 'ছিঃ! কানাকে কানা বলতে নেই,বলবে ডিফারেন্টলি এবলড্, ভদ্রতা শেখো।'

তেমনই ভদ্রদেরও নতুন অভিধা — এলিট। আগে ছিল অ্যারিস্টোক্র্যাট, এখন এলিট। লেডিস্ অ্যান্ড জেন্টলমেন। ছোটলোকরা সাবঅলটার্ন হয়ে জাতে উঠল, আর, ভদ্র-সভ্য-নম্র-শান্ত-বাধ্যরা কি একই পুকুরে চান করবে? অতএব এলিট। সুইমিং পুল।

দিকে দিকে তাই এলিটিজমের চিৎকার — স্কুল-কলেজ, মিডিয়া-সিনেমা, জুতো-জামা, সেলুন-বেগুন — চেখে দেখুন, ইহাই কাঠের ঘানির খাঁটি এলিট। হুল্লোড়ে আর ধামাকায় এলিট এখন নিজেকে বিক্রি করতে চায়। পপুলার হতে চায়। পপ্। এলিট সংস্কৃতি মানে শেখো, মানো, বাধ্য হও,পারদর্শী। উচ্চ সংস্কৃতির ঐতিহ্য — মোৎজার্ট, ইউলিসিস, বেদান্ত, বিষ্ণু দে, বার্গম্যান আর কমলকুমার মজুমদার; ডেমোক্র্যাসির পপ্ কালচার ভাসিয়ে দিয়েছে তাঁদের বাস্তিল। পপ্ ই বাণিজ্য, পপ্-এই মুনাফা। এলিট বংশ থেকে জন্মায় পপ্-ইন্ডাস্ট্রির মালিক। নাক সিঁটকালে তাকে যেতে হবে বনবাসে। পপ্-ই ভুট্টার খই, বাজারে বিকোয় হই-হই। ও দিকে নগরের ছোটলোক মহল্লা থেকেই উঠে আসছে পপ্ আইকন। কেননা, শুধু সেই জানে ছোটলোকের বেদনা আনন্দ আর বিপন্নতা, বিদ্রোহের অভব্য ভাষা, অনুভূতিমালার অশ্লীল ভঙ্গিমা। পথে পা-না-দেওয়া এলিট বাড়ির মেয়েও আজ তার ছবিতেই ফিদা।

আমরা যখন আরও আট টুকরো

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা যখন ছাত্র: ওঁরা লেকচার দেন ডায়াস-এর উপর থেকে, আমরা চটে আর বেঞ্চিতে বসে স্লোগান দিই, নোট টুকি। মাস্টাররা দাবড়ান, নেতারা তড়পান, আর আমরা প্রশ্ন করতে ভয় পাই — হলই বা ডায়াস মোটে ফুটখানেক উঁচু। একে আমরা শিক্ষা বলি।

আমরা যখন দাদা: থাকি প্রবল ঘ্যাম নিয়ে। ইউনিয়ন রুমে কলবলাই। ক্যান্টিন-এ গজল্লা পাকাই। ওরা ফার্স্ট ইয়ার-রা মুর্গি। ইচ্ছে মতো নাচাই-কোঁদাই, নবীনবরণে ভালোবেসে র‍্যাগিং-এর কৌতকা দিই। একে আমরা মিক্সিং ও বন্ধুত্ব নির্মাণ বলি।

আমরা যখন যুবক: আড়ালে 'ওই বুড়োটা' বলে ডাকি, রাগে-ঘেন্নায় গজগজ করি, পারলে পিছনে চিমটি কেটে দিয়ে আসি। কিন্তু সামনে গেলে পায়ে হাত ছোঁয়াই। পায়ের ধুলো মাথায় তুলি। যেন কত কালের আপন। একে আমরা সামাজিকতা বলি।

আমরা যখন ক্যাডার: উত্তরপাড়া আর আরামবাগ কলেজে ক্লাস কেটে আর স্লোগান দিয়ে কেরিয়ার গোল্লায় দিই, ভবিষ্যতের বেকার, লোকাল কমিটির নেতা, কিংবা প্রোমোটার হই। ওঁরা সেন্ট স্টিফেন্স আর জে এন ইউ-তে কোর্স কমপ্লিট করে শীর্ষনেতৃত্বে বসেন। একে আমরা দায়বদ্ধতা বলি।

আমরা যখন উন্নততর: শপিং মল-এ দেড় হাজার টাকার জুতো কিনি। এসি মাল্টিপ্লেক্সে দুশো টাকার সিনেমা দেখি। ওরা ড্রাইভাররা থাকে পার্কিং লট-এ। দিনভর তাস পেটে, বিড়ি খায়, গাড়িতে ঘুমোয় আর মাসের শেষে পাঁচ হাজার টাকা পায়। একে আমরা উন্নয়ন বলি।

আমরা যখন সফটওয়ার: ল্যাপটপ বাগিয়ে রেলা নিই, দিনের বেলা ফেসবুক আর রাতের বেলায় কন-কল করি, যার বাহারি নাম কনসাল্টেনসি। ওরা থাকে ও দেশে। কাজ দেয় ও বুঝে নেয়। মাসের শেষে ঘন্টা মেপে পয়সা দেয়। পছন্দ না হলে গালাগাল। একে আমরা আইটি বুম বলি।

আমরা যখন বুদ্ধিজীবী: কফি হাউস ফাটিয়ে দিই, লিটল ম্যাগে বিপ্লব করি, বক্তৃতার চোটে জগৎ অন্ধকার। মরসুমি পাখির মতো ওঁরা আসেন শীত কালে। বস্টন ও শিকাগো থেকে সেমিনারে ও কনফারেন্সে। পড়া দেন ও বুঝে নেন। সিরিয়াস ও মেধাবী ছাত্রকে দেন পুরস্কার। বলা বাহুল্য, একে আমরা পোস্ট কলোনিয়ালিজম বলি।

চমৎকার ! ধরা যাক দু-একটা মাউস এবার
গুরুচণ্ডা৯— www.guruchandali.com